ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০১৪ ● কলকাতা ● ২৯ পৌষ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ১৪ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

যাদের জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করেন বরুণ

c‡ 7

বিসিসিআইকে হরভজনের পরামর্শ

c‡ 8

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের মুখে স্বাস্থ্যসচিব! স্যালাইন কাণ্ডে তুলকালাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ক্ষোভ আগেই ছিল। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে জুনিয়র চিকিৎসকরা বারবার প্রশ্ন তুলেছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের ভূমিকায়। তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ও রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিবের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছিলেন তাঁরা। তবে মুখ্যমন্ত্রী সেই সময় পদক্ষেপ না করলেও, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বিষাক্ত স্যালাইন-কাণ্ডের ঘটনায় এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভের মুখে স্বাস্থ্য সচিব।উল্লেখ্য, গত বুধবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তাঁদের যে স্যালাইন দেওয়া হয়, তার জেরে অসুস্থ হয়ে পড়েন চার প্রসূতি। পরের দিনই একজনের মৃত্যু হয়। বাকি তিনজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক

এরপর ৫ পাতায়

তৃণমূলে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব? 'বদল' আনতে উদ্যোগী অভিষেক! 'অন্য' দাবি পুরনোদের গলায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বাংলা তো বটেই, বিগত কয়েক বছরে জাতীয় রাজনীতিরও অতি পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো নন, তিনি হয়ে উঠেছেন একজন দক্ষ রাজনীতিবিদ। সাংসদ হিসেবে তাঁর ডায়মন্ড হারবার মডেল নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে।নেতা হিসেবে অভিষেক বরাবর 'প্রফেশনাল' ও 'রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড' কাঠামোর কথা বলেছেন। তিনি ফলাফল দিয়ে নেতা, কর্মীদের বিচার করার পক্ষপাতী। তবে দলের অন্দরে এমন অনেক নেতা-কর্মী রয়েছেন যারা এই 'কাঠামো'য় ঠিক 'ফিট' হন না। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, সেই কারণে হয়তো দলের 'পুরনো'রা স্থিতাবস্থাতেই বিশ্বাসী। যেমনটা চলছে, তেমনটা চলতে দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা। এদিকে 'বদল' আনতে উদ্যোগী অভিষেক ডায়মন্ড হারবারের বুকে নিত্যনতুন কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। পাশাপাশি হয়তো প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন, দলের পরবর্তী নেতা হওয়ার যাবতীয় গুণ রয়েছে তাঁর মধ্যে। এমনটাই অনুমান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হওয়ার পাশাপাশি তৃণমূলের (Trinamool Congress) সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক। দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড তিনি। সম্প্রতি নিজের লোকসভা ক্ষেত্র জুড়ে সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা করেছেন। তৃণমূলের দাবি, এই কর্মসূচির মাধ্যমে মাত্র ৭ দিনের মধ্যেই ১ লক্ষ

এরপর ৩ পাতায়

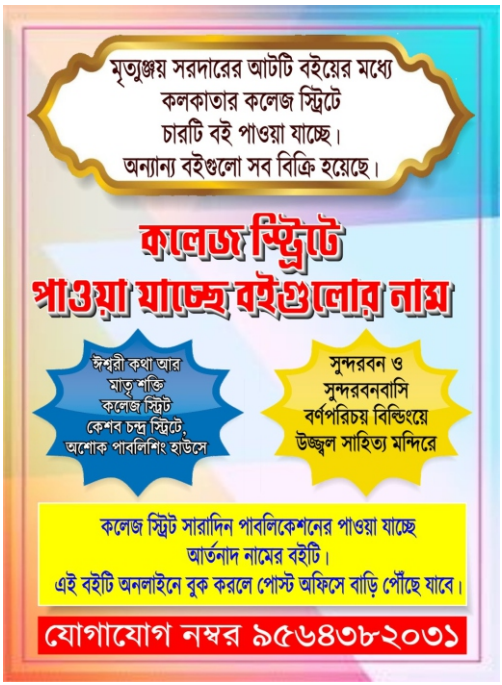

গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্তে সুরক্ষা, ক্যাম্পের উদ্বোধন সিঙ্গুরে

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সিঙ্গুর, হুগলি

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং হুগলি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে আজ সিঙ্গুরের রতনপুরে দুর্গাপুর জাতীয় সড়কের পাশে যাত্রী সুরক্ষা ক্যাম্পের উদ্বোধন হলো। এটির উদ্বোধন করেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপণন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না, হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিষ সেন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জেলাশাসক মুক্তা আর্য জানান গঙ্গাসাগর যাবার জন্য পুণ্যার্থীরা যাতে সুন্দর ও সুস্থভাবে যাতায়াত করতে পারেন তার সমস্ত ব্যবস্থা এই সহায়তা কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।উল্লেখ্য প্রতিবছরের মতো এবারও গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের সুবিধার্থে অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ক্রেন, প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা পানীয় জল ,শুকনো খাবার দেয়া সহ বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাম্প থেকে যাত্রীদের সহায়তা করা হবে। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর মেলা কে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য পরিকাঠামোগত বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যাত্রীদের সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত সহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় বিশেষ করে হাওড়া হুগলি চব্বিশ পরগনা কলকাতা যেখান দিয়ে তীর্থযাত্রীরা গঙ্গাসাগর অভিমুখে যাতায়াত করবেন তাদের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করার উদ্দেশ্যে আমরা এই ক্যাম্পের মাধ্যমে তাদের সহযোগিতা করতে তৎপর। মন্ত্রী জানান সমস্ত রকম সমস্যা যাতে দ্রুত নিরসন করা যায় এবং কোন দুর্ঘটনা ঘটলে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া যায় তার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে।এখান থেকেই তীর্থযাত্রীরা অ্যাম্বুলেন্স চিকিৎসাগত পরিষেবা সহ বিভিন্ন বিষয়ের পরিষেবা পাবেন। তিনি জানান গঙ্গাসাগর মেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই পরিষেবা প্রদান করা হবে।

সজল ঘোষের নেতৃত্বে শুরু হচ্ছে রাতের খাবারের ব্যবস্থা (নাম দেওয়া হয়েছে 'চেটেপুটে)

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

করোনাকালে নিম্নবিত্ত মানুষের কাছে খাবার পৌঁছনোর জন্য সিপিএম চালু করেছিল 'শ্রমজীবী ক্যান্টিন'। বিনামূল্যে খেটে খাওয়া মানুষদের মুখে খাবার তুলে দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছিল বামেরা। এরপর রাজ্য সরকারের উদ্যোগে শুরু হল 'মা ক্যান্টিন'। পাঁচ টাকার বিনিময়ে পথচলতি মানুষ,অফিস যাত্রী এবং ফুটপাথবাসীদের জন্য শুরু হয় এই মা ক্যান্টিন।এবার ময়দানে বিজেপিও। কাউন্সিলর সজল ঘোষের নেতৃত্বে শুরু হচ্ছে দশ টাকার বিনিময়ে রাতের খাবারের

এরপর ৬ পাতায়

নবান্ন অবিযানের ডাক, কিন্তু এর নেপথ্যে কে বা কারা এবং কি কারন যানা যায়নি

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

গত বছর আগস্ট মাসে আরজি কর কাণ্ডে তিলোত্তমার খুন ও ধর্ষণ কাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করতে গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ রাত দখলের দাবিতে পথে নেমেছিলেন। গভীর রাতে হাতে মোমবাতি নিয়ে তিলোত্তমার সুবিচারের জন্য রাস্তায় নেমেছিলেন তাঁরা। তখন সেই সময় এও কর্মসূচির পিছনে কে বা কারা ছিল সঠিক জানা যায়নি।আর এবার সেই একই পন্থা অবলম্বন করে ফের নবান্ন অভিযান এর ডাক দেওয়া হল। কিন্তু করা রয়েছে এর নেপথ্যে? বিগত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট বেশ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে 'নবান্ন চলো' ডাক দেওয়া সেই পোস্টার রয়েছে। বলা হয়েছে আগামী বৃহস্পতিবার ওই 'নবান্ন চলো' কর্মসূচি হবে। কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল বা কে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কিছুই উল্লেখ করা নেই। ঠিক একইভাবে 'রাত দখল' করার ডাক দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই মিছিলের নেপথ্যে কে রয়েছে এবং তাদের পরিচয় পরে সামনে আসে। তবে এই কর্মসূচির ডাক কারা দিল সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তাই এবার সেই তথ্য জানতে ৬৫ বছরের এক প্রবীণ এবার জনস্বার্থ মামলা করল কলকাতা হাইকোর্টে। মামলা উঠল হাইকোর্টে,সূত্রের খবর ৬৫ বছরের এক প্রবীণ নাগরিক ভরতকুমার মিশ্র কলকাতা হাইকোর্টে এই মামলা দায়ের করেছেন। সেখানে তাঁর অভিযোগ, আগামী ১৬ তারিখ দুপুর ১টায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েতের কথা বলা হয়েছে। সেখান থেকেই নাকি মিছিল যাবে নবান্নের দিকে। আর স্লোগান হিসেবে দেওয়া হয়েছে, 'রাত দখলের পর আজ দাবি দখল'। কিন্তু কারা ওই কর্মসূচি ডাক দিয়েছে তার উল্লেখ করা নেই। এমনকি ওই কর্মসূচির অনুমতি পুলিশের থেকে নেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে যেটা আইন বিরুদ্ধ।

মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের উদ্যোগে সুন্দরবনে মহিলা ফুটবলের জোয়ার!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী

নদীর পাড়ে বাস, চিন্তা বারো মাস! হ্যাঁ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষদের এটায় জীবন কথা! কারণ জলে কুমির আর ডাঙ্গায় বাঘের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয় সুন্দরবনের বাসিন্দাদের। কিন্তু গত রবিবার জুড়ে সুন্দরবনের অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া ব্লক বাসন্তীর বাসিন্দারা সমস্ত চিন্তা, ভয় সব কিছু ভুলে মেতে উঠেছিল মহিলা ফুটবল উৎসবে।

চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব আয়োজিত সপ্তম বর্ষের তিনদিন ব্যাপী বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে এদিন তারা আয়োজন করেছিল এক নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। যেখানে এরাজ্যের বিভিন্ন জেলার মোট ৮ টি মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করছিল। রবিবার এই ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে মুখোমুখি হয় ইকবাল মোল্লা স্মৃতি একাদশ বনাম রাইহান আনিসুর সেভেন স্টার। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফলাফল গোল শুন্য থাকায় খেলা গড়াই ট্রাইব্রেকারে, সেখানে ৩-১ গোলের ব্যাবধানে চ্যাম্পিয়ন হয় রাইহান আনিসুর সেভেন স্টার। খেলা শেষে চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে স্বর্গীয় মাখন চন্দ্র মন্ডল ও স্বর্গীয়া মাতঙ্গিনী মন্ডল স্মৃতি ট্রফি সহ নগত ১৫হাজার টাকা ও রানার্স দলের হাতে স্বর্গীয় অমিয় গিরি স্মৃতি ট্রফি সহ নগত ১২হাজার টাকা তুলে দেওয়ার। এছাড়াও এই ফুটবল প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় জয়ী দলের মধুমিতা মন্ডলের হাতে বর্তমান মোহনবাগান দলে খেলা তিন জন বিশ্বকাপার জেমি মাক্কারেন, জেসন কামিন্স ও দিমিত্রী পেত্রাতোস সহ বর্তমান ভারতীয় জাতীয় দলের নয়জন খেলোয়াড়ের স্বাক্ষর সম্মিলিত একটি ফুটবল সহ নানান পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় সেই সঙ্গে সেরা গোলকিপার, প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা কেও পুরস্কৃত করা হয়। আর সুন্দরবনের এই মহিলা ফুটবলের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে অথিতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগানের ঘরের ছেলে তথা প্রাক্তন অধিনায়ক শিল্টন পাল সহ প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, মোহনবাগানের আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক নিমাই গোস্বামী সহ দেশের প্রথম অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক এবং শিক্ষা রত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক অমল নায়েক, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক জহুরুল ইসলাম সহ আরো বিশিষ্টজনেরা।

আর এই তিনদিন ব্যাপী বাৎসরিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের সভাপতি সাবির হোসেন সেখ ও ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক গৌতম মাইতি বলেন, "আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান আর পাঁচটা ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো নয় আমাদের ক্লাবের বাৎসরিক অনুষ্ঠালের মূল লক্ষ্য হলো আমাদের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া এলাকার মানুষদের, ছেলে মেয়েদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা।তাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে রিফিউজি হ্যান্ডিক্যাফসের সহযোগিতায় সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের ১হাজার মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়েছি, একশোটি ক্লাবের প্রতিনিধিদের হাতে ভলি বল তুলে দিয়েছি এবং এই ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দীপাঞ্চলের প্রতিভাববান মহিলা ফুটবলারা ফুটবল পায়ে যাতে রাজ্য তথা দেশের মাঠ কাঁপাতে পারে এবং সম্মান ছিনিয়ে আনতে পারে সেই সব প্রতিভা গ্রাম থেকে তুলে আনার জন্য আমরা বাসন্তীর চোরাডাকাতিয়া মোহনবাগান ফ্যানস্ ক্লাব সব সময় অঙ্গীকার বদ্ধ"।

(১ম পাতার পর)

তৃণমূলে প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্ব? 'বদল' আনতে উদ্যোগী অভিষেক! 'অন্য' দাবি পুরনোদের গলায়

মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন। যদিও এই প্রথম নয়, এর আগেও ডায়মন্ড হারবারের বুকে একাধিক উদ্যোগ নিয়েছেন অভিষেক । ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে নিজ লোকসভা ক্ষেত্রের প্রায় ১ লক্ষ প্রবীণ নাগরিককে বার্ধক্য ভাতার আওতায় এনেছেন তৃণমূল নেতা। এবার সেখানকার মানুষদের জন্য সেবাশ্রয় কর্মসূচির সূচনা করলেন তিনি।

এদিকে ডায়মন্ড হারবার মডেল ব্যাপফ সাফল্য পেলেও, এর ফলে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে এসে পড়েছে রাজ্য সরকারের মডেল। তাদের দাবি, যদি অভিষেকের ডায়মন্ড হারবার মডেল সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মডেলে নিশ্চয়ই কোনও ত্রুটি রয়েছে।

বিগত ১৫ বছর ধরে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। রাজ্য সরকারের অংশ নন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee)। তবে সাম্প্রতিক অতীতে তৃণমূলেরই একাধিক নেতা তাঁকে এই ভূমিকায় দেখার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন। কেউ তাঁকে 'ভবিষ্যতের মুখ্যমন্ত্রী' তকমা দিয়েছেন, কেউ আবার 'পুলিশমন্ত্রী' হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। সেই আবহে ফের একবার শিরোনামে উঠে এসেছে দলের প্রবীণ-নবীন দ্বন্দ্বের কথা।

অভিজ্ঞ নেতা নাকি তরুণ তুর্কি, তৃণমূলের (TMC) অন্দরে কাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে? এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা কল্পনা চলছে। অভিষেক এর আগে রাজনীতির ক্ষেত্রেও 'অবসরে'র কথা বলেছিলেন। তবে গত ডিসেম্বর মাসে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা স্পষ্ট বলেন, 'আমি এখনও এখানে আছি। আমিই শেষ কথা'। এরপরেই দলের বেশ কিছু নেতার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেয় তৃণমূল। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই নেতারা জনসমক্ষে অভিষেকের ভূমিকার প্রশংসা করেছিলেন।

আরজি কর কাণ্ডের সময় মমতা এবং সরকারের সমালোচনা করা শিল্পীদের বয়কটের ডাক তুলেছিলেন তৃণমূলের বেশ কিছু নেতা মন্ত্রী। তবে অভিষেক সেক্ষেত্রে অন্য অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, মানুষের কাছে প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে। তবে দলের 'অনুগত'রা স্পষ্ট জানান, দলনেত্রীর কোনও অপমান তাঁরা সহ্য করবেন না। কেউ কেউ এও দাবি করেন, আন্দোলনের সময় দূরে ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। তিনি জানেন না, সেই সময় দল এবং দলনেত্রীকে কতখানি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

মহাকুম্ভ মেলায় যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ পেলেন রাজ্যের স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়

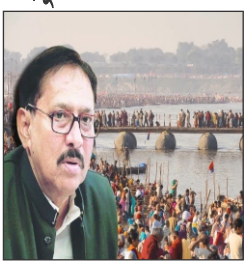

বেবি চক্রবর্ত্তী

জাতীয় মেলার স্বীকৃতি ইস্যুতে গঙ্গাসাগর বনাম কুম্ভমেলায় অদৃশ্য দ্বৈরথ চলছে। কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে গিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার প্রতিটি প্রস্তুতি দেখে এসেছেন। সেই সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে কুম্ভমেলাকে কোটি-কোটি টাকা দেওয়া ও গঙ্গাসাগরকে এক পয়সাও না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন একাধিকবার।এই পরিস্থিতিতে মহাকুম্ভ মেলায় যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ পেলেন রাজ্যের স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়।

উত্তরপ্রদেশের স্পিকার সতীশ মহানা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁকে। যদিও বিমানবাবু জানিয়েছেন, আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও ব্যক্তিগত কাজ থাকায় তিনি কুম্ভমেলায় যেতে পারবেন না। তবে কুম্ভমেলায় যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্যে শুভকামনা জানিয়েছেন।

সম্পাদকীয়

ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা এক বছরে ১৫.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে

কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (এমএনআরই) ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এক বছর সময়ে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এই সাফল্য থেকে স্বচ্ছ শক্তির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ভারতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে পঞ্চামৃত লক্ষ্যমাত্রার ঘোষণা করেছিলেন, সেদিকেও এগিয়ে চলেছে ভারত।

২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসে ভারতের মোট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা পৌঁছে ২০৯.৪৪ গিগাওয়াটে, যা এর আগের বছরের তুলনায় ১৫.৮৪ শতাংশ বেশি। ২০২৩-এর ডিসেম্বর মাসে ভারতের মোট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষমতা ছিল ১৮০.৮০ গিগাওয়াট, এক বছরে মোট ২৮.৬৪ গিগাওয়াট ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৪-এ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৩৩.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ২০২৪ সালে মোট ৯৭.৮৬ গিগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। বায়ু শক্তির ক্ষেত্রেও ২০২৪ সালে অতিরিক্ত ৩.৪২ গিগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়েছে। জৈব শক্তি এবং ছোট জলশক্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। জৈব শক্তির ক্ষেত্রে এক বছরে ৪.৭০ শতাংশ ও জলশক্তির ক্ষেত্রে ২,২০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে লক্ষ্য স্থির করেছেন তার বাস্তবায়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জলবায়ু রক্ষায় ভারতের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা এবং শক্তি নিরাপত্তা আরও মজবুত করতে ভারত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এক বছরে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্নতি হয়েছে তা ভারত সরকারের সাফল্যের পরিচায়ক।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(অষ্টম পর্ব)

এতই জাগ্রত হন তাহলে লোহার পুতুল বলি দাও। একসময় কালীঘাটে প্রচুর পশুবলি হতো। ব্রাহ্মণ বললেন ঠিক আছে তাই হবে। লোহার তৈরি পুতুলই এই মন্দিরের যূপকাষ্ঠে বলি হবে। তাই হল। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে নাকি লোহার তৈরি পুতুলকেই বলি দেয়া হয়েছিল। এই গল্প মানুষের মুখে মুখে ঘোরে আজও। এরপর থেকেই নাকি ইংরেজরাও নিয়মিত যেতেন কালীঘাটে পুজা দিতে। পঞ্জাব ও বার্মা দখলের পরও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পক্ষ থেকে এই মন্দিরে ষোড়শ উপাচারে পুজো দেওয়া হয়েছিল কোম্পানির খরচায়।তবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কুম্ভমেলা থেকেই আয় হবে দুই লাখ কোটি টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কুম্ভমেলা উপলক্ষে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী; তিন নদীর সঙ্গমস্থলে ডুব দিতে দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হচ্ছে ভারতের উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে (সাবেক এলাহাবাদ)। মঙ্গলবার থেকে শুরু হওয়া মকর সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে স্নান করতে ইতোমধ্যেই ভিড় জমেছে সেখানে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবারই ৫০ লক্ষের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছে কুম্ভমেলায়।

১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া মেলা শেষ হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি। অনেকের মতে, ৪৪ দিনের মহাকুম্ভে উত্তরপ্রদেশ সরকারের রাজকোষে কোটি কোটি রুপি যোগ হবে। এই মেলা থেকেই স্থানীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার আয় করতে পারে দুই লাখ কোটি টাকা!

সংশ্লিষ্টদের দাবি, এ বারের মহাকুম্ভে ৪০ কোটি পুণ্যার্থীর ভিড় হবে। প্রত্যেকে যদি পাঁচ হাজার রুপি করেও খরচ করেন, তবে দুই লাখ কোটি টাকার হিসাবে পৌঁছনো যাবে। সূত্রের খবর, পুণ্যার্থীপিছু ১০ হাজার টাকা করে আয় হতে পারে উত্তরপ্রদেশ সরকারের। সে ক্ষেত্রে মোট আয়ের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে, আশাবাদী অনেকেই।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ জানান, ২০১৯ সালে অর্ধকুম্ভ রাজ্যটির অর্থনীতিতে বড় ছাপ রেখেছিল। সে সময়

এরপর ৬ পাতায়

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

রাত্রি শেষ হলে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃ ক্রিয়াদি করবে অন্যান্য আবশ্যক কার্যাদি করবে। সন্ধ্যায় যথাবিধি পূজাদি করে বিল্বপত্র সংগ্রহ করবে। তারপর নিত্যক্রিয়াদি করবে। অতঃপর স্থণ্ডিলে (যজ্ঞবেদীতে), সরোবরে, প্রতীকে বা প্রতিমায় বিল্বপত্র দিয়ে আমার পূজা করবে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতে পাঁচ বছরে ৬৪ পুরুষের ধর্ষণের শিকার দলিত তরুণী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজ্যের ১৮ বছর বয়সী এক দলিত তরুণী অভিযোগ করেছেন, ১৩ বছর বয়স থেকে এ পর্যন্ত তাকে ৬৪ জন পুরুষ ধর্ষণ করেছে।

এই মামলায় পুলিশ এখন পর্যন্ত ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতার পুরুষরা কারা হেফাজতে রয়েছে। এ বিষয়ে তাদের কোনো প্রকাশ্য বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

পুলিশ ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা ১৭ থেকে ৪৭ বছর বয়সী। তাদের মধ্যে কেউ ওই তরুণীর প্রতিবেশী, কেউ ক্রীড়া কোচ এবং কেউ আবার তার বাবার বন্ধু।

সরকারি প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কাউন্সেলরদের একটি দল তার বাড়িতে যাওয়ার পর ওই তরুণী এই অভিযোগের অভিযোগ করেন।

এই ঘটনায় ভারতের বিভিন্ন অপরাধ আইনের পাশাপাশি তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নৃশংসতা প্রতিরোধ) আইনের অধীনে পুলিশ প্রায় ১৮টি মামলা নথিভুক্ত করেছে।

হিন্দু বর্ণ শ্রেণিবিন্যাসের তলানিতে দলিতরা অবস্থান করছেন। তাদের সুরক্ষার জন্য আইন থাকা সত্ত্বেও ভারতে ব্যাপক বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা।

স্থানীয় জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা নন্দকুমার এস বিবিসি হিন্দিকে বলেছেন, নির্যাতনের সময় যেহেতু ওই তরুণী নাবালক ছিলেন। তাই যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইনের অধীনেও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ এখনও বিষয়টি তদন্ত করছে। আগামী দিনগুলোতে আরও মামলা দায়ের করা হতে পারে। ২৫ সদস্যের একটি দলও গঠন করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ১৩ বছর বয়সেই অভিযোগকারীর ওপর নির্যাতন শুরু হয়েছিল। তার প্রতিবেশী তাকে শ্লীলতাহানি করেছে। যৌন হয়রানি করে ছবিও তুলেছে।

১৬ বছর বয়সে তার প্রতিবেশী তাকে আবার যৌন নির্যাতন করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্যাতনের ভিডিও রেকর্ড করেছে এবং আরও কয়েকজনের সাথে শেয়ার করেছে।

জেলার শিশু কল্যাণ কমিটির (সিডব্লিউসি) প্রধান আইনজীবী সংবাদপত্র ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে জানিয়েছেন, যে ওই নারী একজন ক্রীড়াবিদ ছিলেন এবং বিভিন্ন ক্রীড়া শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেও তিনি নির্যাতনের শিকার হন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত পাঁচ বছরে ওই নারীকে তিনবার গণধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ওই তরুণীর পরিবার অভিযোগ করা নির্যাতন সম্পর্কে অবগত ছিল না বলে জানা গেছে।

(১ম পাতার পর)

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভের মুখে স্বাস্থ্যসচিব! স্যালাইন কাণ্ডে তুলকালাম

হওয়ায় রবিবার গ্রিন করিডর করে তাঁদের কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এই ঘটনার পর ফের প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। ঘটনার জল গড়িয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যসচিবের সঙ্গে স্বাস্থ্য সচিবের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।আজ, সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমের বৈঠক হয়। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন মুখ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে। আর সেটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই। মুখ্যমন্ত্রী এতটাই রেগে গিয়েছেন যে, স্বাস্থ্যসচিবের মুখ দেখতে চাইছেন না। তাই মুখ্যসচিবকে দিয়ে কড়া ধমক দেওয়ালেন। স্বাস্থ্য সচিবের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকী কেন এই ঘটনা ঘটল? তার জবাবও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এই ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ সে কথাও মুখ্যসচিবকে জানিয়ে দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই সিআইডি তদন্তের কথা জানিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার পর জুনিয়র ডাক্তাররা সরিয়ে দিতে বলেছিলেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগমকে। তখন মুখ্যমন্ত্রী ভরসা রেখেছিলেন এই স্বাস্থ্যসচিবের উপরই। এবার তিনিই রেগে গিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিবের উপর। সেটাও জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যসচিবকে। এবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বিষাক্ত স্যালাইন কাণ্ডের ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষোভের মুখে স্বাস্থ্যসচিব। সুতরাং তাঁকে সরিয়ে দেবেন কিনা এখন সেটাই দেখার বিষয়।

বুধবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে সন্তানের জন্ম দেন চারজন প্রসূতি। তারপর তাঁদের স্যালাইন দেওয়া হয়। ওই স্যালাইন দেওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন চার প্রসূতি বলে অভিযোগ। এমনকী বৃহস্পতিবার একজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। বাকি তিনজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ায় রবিবার গ্রিন করিডর করে তাঁদের কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। এখন সেখানে চলছে চিকিৎসা। যে কাজ স্বাস্থ্যসচিবের করা উচিত ছিল, সেটা করতে হয় খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ঘটনার পর থেকেই ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। কেন এমন স্যালাইন দেওয়া হল? তা কোথা থেকে এল? এসব মুখ্যমন্ত্রীর দেখা কাজ নয়। তাই মুখ্যসচিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, 'এই ঘটনায় কাউকে রেয়াত করা হবে না।' তখনই স্বাস্থ্যসচিবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি বলে সূত্রের খবর।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে আয়োজিত হয়েছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পশ্চিমবঙ্গে আগামীকাল মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে গঙ্গাসাগর মেলার জন্য সবরকম ব্যবস্থা সম্পন্ন। কপিলমুনির মন্দিরে পুজো দিতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইতিমধ্যেই পৌঁছেছেন সাগরদ্বীপে। কয়েক লক্ষ ভক্ত ইতিমধ্যেই ভাগীরথী এবং বঙ্গোপসাগরে সঙ্গমে পুণ্যস্নানের পর ঘরের পথে রওনা দিয়েছেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে অভূতপূর্ব নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অশান্তির জেরে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা। ভারত-বাংলাদেশ স্থল ও জল সীমান্তবরাবর অতিরিক্ত নজরদারি চালানো হচ্ছে। রাজ্য প্রশাসন, নৌবাহিনী, উপকূলরক্ষী বাহিনী, পুলিশ এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থাকে কড়া নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ভক্তদের

সুবিধায় জন্য অতিরিক্ত পরিবহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্রোন এবং হেলিকপ্টারের সাহায্যে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন। জানা গেছে, কয়েকজন ভক্তকে আকাশ পথে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়াগরাজে কুম্ভ মেলার মতো গঙ্গাসাগর মেলাকেও জাতীয় মেলা হিসেবে ঘোষণা করার পুনরায় দাবি জানিয়েছে কেন্দ্রের কাছে। রাজ্য সরকার সাগরদ্বীপের সঙ্গে মূল দ্বীপের সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করতে মুড়িগঙ্গা নদীর উপর ১৫০০ কোটি টাকায় ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্তও নিয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সাগর মেলায় সন্ধ্যায় সাগর আরতি করা হচ্ছে দেশের সাংস্কৃতিক পরম্পরার ছবিটি তুলে ধরতে। কপিলমুনি মন্দিরটি সুন্দরভাবে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থার ব্যান্ডপার্টি, গান এবং পোস্টারের সঙ্গে মিছিল গোটা পরিবেশে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধুসন্ন্যাসীরা গঙ্গাসাগরে জড়ো হয়েছেন।

(৪ পাতার পর)

কুম্ভমেলা থেকেই আয় হবে দুই লাখ কোটি রুপি!

সরকার আয় করেছিল এক লক্ষ কোটি টাকার বেশি। সে বার প্রায় ২৪ কোটি মানুষ ভিড় করেছিলেন প্রয়াগরাজে। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েই আদিত্যনাথ জানান, এ বারের মেলা থেকে আয়ের পরিমাণ আরও বাড়তে পারে।

২০১৩ সালে ছিল পূর্ণকুম্ভমেলা। ১২ বছর পরে প্রয়াগরাজে আবার পূর্ণকুম্ভমেলা আয়োজিত হয়েছে।

এ বারের ৪৪ দিনের মহাকুম্ভে অন্তত ছয়টি শাহিস্নানের দিন থাকবে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌনী অমাবস্যার শাহিস্নান। এই ছয় স্নানের দিন প্রয়াগরাজে সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে বলে মনে করছেন অনেকে। এ বার পুণ্যার্থীদের থাকার জন্য মেলাপ্রাঙ্গণে প্রায় দেড় লাখ তাঁবু পাতা হয়েছে। রয়েছে তিন হাজার রান্নার জায়গা, ১ লক্ষ ৪৫ হাজার বিশ্রামাগার এবং গাড়ি রাখার ৯৯টি জায়গা। ৪০ হাজারের বেশি পুলিশ থাকবে নিরাপত্তার দায়িত্বে।

ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণ জাহাজ তৈরির আনুষ্ঠানিক কিল পাতা পর্ব আয়োজিত হল মুম্বাই এমএডিএল-এ

নতুনদিল্লি ১৩ জানুয়ারী ২০২৫

ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষণ জাহাজ তৈরির কিল পর্ব ১৩ জানুয়ারী ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল মুম্বাই-এর মাজাগাঁও ডক শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডে। ৭,৫০০ নটিক্যাল মাইলের ক্ষেত্র বিশিষ্ট জাহাজটিতে কর্মী প্রশিক্ষণ সহ আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত নানান ব্যবস্থা থাকবে। সমুদ্রে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি উদ্দেশ্য সাধক শ্রেনী কক্ষের সংস্থানও রয়েছে। তটভূমিতে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শেষে জল পথে মহিলা আধিকারিক সহ প্রশিক্ষণাধীন আধিকারিকদের ৭০ জনের প্রশিক্ষণে এই জাহাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১৭০ মিটার এবং তা ২০ নটিক্যাল মাইল গতিবেগ অর্জনে সক্ষম। জাহাজটিতে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং কৃত্রিম মেধা নির্ভর রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা সহ উন্নত আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাও থাকছে। সেইসঙ্গে বহু উদ্দেশ্য সাধক ড্রোণ, সুসংহত সেতু এবং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার ব্যবস্থা থাকবে। এমডিএল-এর জাহাজ নির্মাণ অধিকর্তা এবং আইসিজি এবং এমডিএল-এর পদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন (মেটিরিয়াল অ্যান্ড মেন্টেনেন্স)-এর উপ মহানির্দেশক ইন্সপেক্টর জেনারেল এইচ কে শর্মা।

জাহাজটির নির্মাণ চুক্তি শেষ হয় অক্টোবর ২০২৩-এ। এটি সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি নির্ভর। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে সরকারি লক্ষ্যকে সামনে রেখে(ইন্ডিয়ান-আইডিডিএম) শ্রেনীর এই প্রশিক্ষণ জাহাজটি নির্মাণ করছে এমডিএল। এই প্রকল্প প্রতিরক্ষা উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার দায়বদ্ধতা পূরণ করে। সেইসঙ্গে রাষ্ট্রের কৌশলগত ক্ষেত্রে স্বশাসনের দিকটিকেও শক্তিশালী করবে। এই উদ্যোগ পরিচালনগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আধিকারিকদের উন্নতমানের প্রশিক্ষণকে সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর চলতি প্রয়াসে এক মূল মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত। জলপথে ভারতের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে উপকূল রক্ষী বাহিনীর ভূমিকাকেও তা আরও শক্তিশালী করবে।

(২ পাতার পর)

সজল ঘোষের নেতৃত্বে শুরু হচ্ছে রাতের খাবারের ব্যবস্থা (নাম দেওয়া হয়েছে 'চেটেপুটে')

ব্যবস্থা। নাম দেওয়া হয়েছে 'চেটেপুটে'। কারা পাবেন এই সুবিধা? জানা যাচ্ছে, ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকেই বিজেপি নেতা সজল ঘোষ শুরু করছেন এই পদক্ষেপ। মধ্য ও উত্তর কলকাতার বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য দশ টাকার বিনিময়ে বাড়িতে খাবার পৌঁছে দেবে বিজেপি। আর্থিক ভাবে পিছিয়ে থাকা বৃদ্ধ দম্পতিদের জন্যই মূলত এই উদ্যোগ। যেসব বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বাড়িতে একা থাকেন,অসহায় তাদের পাশে দাঁড়াতেই এই পদক্ষেপ করছেন বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তবে তিনি পরিস্কার জানিয়েছেন,'মা ক্যান্টিনের' সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। তবে এটা কারোও পাল্টা নয় আগেই বলে দিলাম।

সিনেমার খবর

গোবিন্দর ৩৭ বছরের সংসারে ভাঙনের সুর!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দীর্ঘ ৩৭ বছরের দাম্পত্য জীবনে রয়েছেন বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ ও স্ত্রী সুনীতা আহুজা। মাত্র ১৮ বছর বয়সে গোবিন্দকে বিয়ে করেছিলেন সুনীতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এই দীর্ঘ দাম্পত্য নিয়ে কথা বলেন গোবিন্দর স্ত্রী।

সেখানে নাকি তিনি গোবিন্দর উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আগামী জীবনে সে যেন আমার স্বামী না হয়।' আর সেখান থেকেই শুরু হতে থাকে নানান জল্পনা। প্রশ্ন উঠেছে এই তারকা দম্পতির সম্পর্কের ফাটল নিয়ে।

কারণ, সেই সাক্ষাৎকারে সুনীতা বলেছিলেন, 'আমাদের দুটি বাড়ি আছে, আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে একটি বাংলো রয়েছে। আমি এবং আমার সন্তানরা অ্যাপার্টমেন্টে থাকি, গোবিন্দ বাংলোয় থাকেন। সে যখন তার কাজের জন্য দেরি করে, তখন আমাদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ একটু কম হয়।'

সুনীতা বলেন, 'গোবিন্দ সব সময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং তার রোম্যান্সের জন্য কোন সময় নেই। আমি তাকে বলেছি, 'আগামী জীবনে যেন আমার স্বামী না হয়।' সে কখনো ছুটিতে যায় না, আমি এমন একজন যে আমার স্বামীর সাথে রাস্তায় পানি-পুরি খেতে চাই, কিন্তু সে কখনোই তা করতে চায় না।'

সুনীতা আরও বলেন, 'আমরা ৩৭ বছর ধরে একসঙ্গে আছি, তবে এখন জানি না সে কীভাবে বদলে গেছে। তার বয়স ৬০ বছর পেরিয়ে গেছে, আর এখন সে বেশি কিছু করে না। আমি কিছুটা ভয় পেতে শুরু করেছি, কারণ তার বয়স বেড়ে গেছে এবং সে আগের মত কাজের মধ্যে ডুবে থাকে না। আগে মনে হতো, আমি নিরাপদ, কিন্তু এখন আমি জানি না। হয়তো তার বয়সের কারণে সে কিছু ভুল পথে চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমি জানি না।" তবে বিচ্ছেদের কথা সরাসরি কিছু বলেননি সুনীতা।'

যাদের জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ করেন বরুণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

২০২১ সালের ২৪ জানুয়ারি দীর্ঘ ১৪ বছরের বন্ধু, পোশাকশিল্পী নাতাশা দালালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান।

বিয়ের তিন বছরের মাথায় সন্তানের বাবা-মা হন এই দম্পতি। বাবা হওয়ার পর থেকে ভীষণ ব্যস্ত বরুণ। একের পর এক কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার হচ্ছে তার।

গত বছরের ৩ জুন প্রথমবারের মতো বাবা হয়েছেন বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান । অভিনেতা ও তার স্ত্রী নাতাশা দলালের কোলে এসেছে ফুটফুটে কন্যা সন্তান।

এক সাক্ষাৎকারে বরুণ জানান, তার বাবা ডেভিড ধাওয়ান বেশি টাকা খরচ করতে দিতেন না। তবে বরুণ স্ত্রী-মেয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করেন।

সাক্ষাৎকারে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সবচেয়ে বেশি খরচ কোথায় করেছেন। ভেবেচিন্তে বরুণ জানিয়েছেন, গত বছর স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তার কথায়, 'আমরা ছুটি কাটাতে গিয়েছিলাম। আমার সন্তানের জন্মের আগে স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম, তখন আমার মনে হয় না এতে খরচ বেশি হয়েছিল।'

উদিত নারায়ণের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতীয় শিল্পী উদিত নারায়ণের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। গতকাল সোমবার রাত সোয়া নয়টার তার আন্ধেরির শাস্ত্রী নগরে বহুতল ভবনে আগুন লাগে। হঠাৎ আগুনের শিখা ও ধোঁয়ার কুন্ডলী দেখে বাসিন্দারা চমকে যান। তার কিছু ক্ষণ পর সকলে উপলব্ধি করতে পারেন আগুন লেগেছে। এর পর জরুরি কর্মীরা পৌঁছায় ঘটনাস্থলে। তবে এতে উদিত নারায়ণের পরিবারের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

তবে সঙ্গীতশিল্পীর এক প্রতিবেশীর প্রাণহানি হয়েছে, তাঁর নাম রাহুল মিশ্র। বহুতলের ১১ তলায় থাকতেন তিনি। অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর জখম হওয়ার পরে কোকিলাবেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। জরুরি বিভাগে চিকিৎসা শুরু করেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি।

কী ভাবে অগ্নিসংযোগ ঘটল, তদন্ত চলছে। কর্তৃপক্ষের অনুমান, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কোনও কারণে ঘটে থাকতে পারে। অন্য দিকে, এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, একটি বাড়িতে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছিল। সেই প্রদীপ থেকে সামনে থাকা পর্দায় আগুন ধরে যায়। বাড়ির গৃহিণী ছুটে গিয়ে নীচে নিরাপত্তারক্ষীকে জানান বিষয়টি। তত ক্ষণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বহুতলে। ঘটনার পরে এখনও কোনও বিবৃতি মেলেনি সঙ্গীতশিল্পীর তরফে।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল: শুরু হয়ে গেল কথার লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের এখনও বাকি পাঁচ মাস। তবে অনেক আগেই যেন শুরু হয়ে গেল কথার লড়াই। ট্রফির লড়াইয়ে হয়তো ফেভারিট থাকবে অস্ট্রেলিয়া। তবে নিজেদের নিয়ে দারুণ আত্মবিশ্বাসী কাগিসো রাদাবা। দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা পেসার বললেন, অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর 'মন্ত্র' ভালোভাবেই জানা আছে তাদের।

প্রথমবারের মতো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে খেলবে টানা দ্বিতীয়বারের মতো। গত চক্রের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে ট্রফি জিতেছিল তারা। লর্ডসে আগামী ১১ জুন হবে বর্তমান চক্রের ফাইনাল। সেঞ্চুরিয়নে সিরিজের প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে ২ উইকেটে হারিয়ে ফাইনালের টিকেট নিশ্চিত করে দক্ষিণ আফ্রিকা। কেপ টাউনে দ্বিতীয় টেস্টে সোমবার ১০ উইকেটের জয়ে সিরিজ জিতে নেয় প্রোটিয়ারা।

এই সংস্করণে তাদের টানা সপ্তম জয় এটি। দারুণ এই পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন রাবাদা। কেপ টাউন টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে তিনি নিয়েছেন ৬ উইকেট। ২৯ বছর বয়সী রাবাদা জানেন, ফাইনালে 'আন্ডারডগ' থাকবেন তারা। তবে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ জয়ে বড় অবদান রাখা এই পেসার ফাইনালেও দারুণ কিছুর আশায় আছেন।

রাবাদা বলেন, "ফাইনাল এখনও অনেক দূরে, কিন্তু টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের মতো বড় উপলক্ষ সবাইকে আগ্রহী করে তোলে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে সবসময়ই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে আসছে, কারণ আমরা দুই দলই অনেকটা একইরকম ক্রিকেট খেলি। আমরা আগ্রাসী খেলি এবং তারাও আগ্রাসী থাকবে, আমরা তা জানি। কিন্তু আমরা এটাও জানি, কীভাবে তাদের হারাতে হয়।"

ফাইনালের আগে অস্ট্রেলিয়া আরও দুটি টেস্ট খেলবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। তবে এই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো লাল বলের ম্যাচ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ শুকরি কনরাড বললেন, ফাইনালের আগে অন্তত একটি টেস্ট খেলার চেষ্টা করবেন তারা। তিনি জানান, "হয়তো যুক্তরাজ্যে আয়ারল্যান্ড বা আফগানিস্তানের বিপক্ষে, যেই উন্মুক্ত থাকুক না কেন, একটি টেস্ট ম্যাচ খেলার চেষ্টা করব আমরা। এতে যদি ব্যর্থ হই, আমরা অবশ্যই কয়েকদিন আগে সেখানে যাব এবং ক্যাম্প করব।"

লা লিগায় দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ ভিনিসিয়ুস

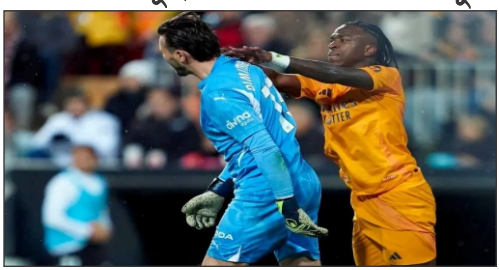

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গত সপ্তাহে ভ্যালেন্সিয়ার বিপক্ষে লাল কার্ড দেখেছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। শাস্তি স্বরূপ লা লিগায় আরও দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন তিনি।

ভ্যালেন্সিয়ার গোলরক্ষক স্তোল দিমিত্রিয়েভস্কির মাথায় ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেন রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ড। যার ফলে সরাসরি লাল কার্ড দেখতে হয় তাকে।

লা লিগায় নিষিদ্ধ হলেও আগামীকাল মায়োর্কার বিপক্ষে সুপার কাপের সেমিফাইনাল খেলতে কোনো বাধা নেই ভিনির। এমনটাই জানিয়েছে রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশন।

ম্যাচের ৭৬ মিনিটে সেই আঘাতের আগে অবশ্য পেছন থেকে ভিনির চুল ধরে টানেন দিমিত্রিয়েভস্কি। সেই উসমকানির পর আর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি ভিনি। লাল কার্ড দেখায় রেফারির কাছেও তেড়ে যান তিনি। সেই সময়ে ১-০ গোলে পিছিয়ে ছিল রিয়াল মাদ্রিদ। তার ওপর ১০ জন নিয়েও শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় ২-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। ১৯ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল।

লা লিগায় ১৯ জানুয়ারি লাস পালমাস ও ২৫ জানুয়ারি রিয়াল ভায়াদোলিদের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারবেন না ভিনি।

বিসিসিআইকে হরভজনের পরামর্শ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না ভারতের দুই তারকা ক্রিকেটার রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টেস্ট সিরিজে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে রোহিত ব্যাপক সমালোচিত হয়েছেন। পাঁচ ইনিংস মিলিয়ে তার সংগ্রহ মাত্র ৩১ রান। গড় ৬ দশমিক ২। এদিকে পার্থ টেস্টে কোহলি একটি অপরাজিত সেঞ্চুরির দেখা পেলেও ২৩ দশমিক ৭৫ গড়ে সিরিজে করেন ১৯০ রান। তাই বিভিন্ন মহলে রোহিত-কোহলি নিয়ে চর্চা বেড়ে গেছে। কেউ বলছেন তাদের অবসরে যাওয়ার কথা। আবার কেউ বলছেন তাদের পুরনো ফর্ম কীভাবে ফেরত আনা যায় সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কথা। পরামর্শ আসছে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলে নিজেদের ঢেলে সাজানোরও। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে দলে নেয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্বাচকদের মাথায় সবার আগে প্রথম দুটি বাক্যই আসে।

ফর্ম যেমনই থাকুক, কোহলি ও রোহিত দেশের সুপারস্টার, এমন ভাবনা থেকেই তাদের দলে রাখে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থাও (বিসিসিআই)। এদিকে বিসিসিআইয়ের গৎবাঁধা সুপারস্টার বুলি মোটেই পছন্দ নয়, বিশ্বকাপজয়ী সাবেক ভারতীয় তারকা হরভজন সিংয়ের। কিংবদন্তি এই স্পিনারের দাবি, খুব শিগগিরই বিসিসিআইকে এই ধরনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। হরভজনের ভাবনা, কোহলি ও রোহিতকে সুপারস্টার তকমা দিয়ে খেলানো বন্ধ করতে হবে। পারফরম্যান্সের বিবেচনায় ক্রিকেটার বাছাই করতে হবে। অর্থাৎ যারা ভালো করবে তারাই খেলবে। সম্ভাবনাময়ীদের দলে জায়গা দিতে হবে।

সাবেক কিংবদন্তি মনে করেন, যদি সুপারস্টার হওয়ার কারণে কোহলি ও রোহিতকে দলে রাখা হয়, তাহলে যারা অতীতে ভারতের জার্সিতে ২২ গজের উইকেট কাঁপিয়েছেন, তাদেরও দলে আনা উচিত। আর যদি সেটি না হয়, রোহিত-কোহলিকে খেলানোর কোনো মানে নেই। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে হরভজন বলেন, 'প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই একটা খ্যাতি আছে। যদি সেটাই হয়, তাহলে কপিল দেব, অনিল কুম্বলে বা যারা ভারতের সবচেয়ে বড় ম্যাচজয়ী হয়েছেন তাদের যোগ করুন। বিসিসিআই এবং নির্বাচকদের শক্তিশালী হওয়া উচিত। ভারতের উচিত সুপারস্টার মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসা।'

ভারতের সাবেক স্পিনার হরভজনের মতে, আখকে চিপে যেভাবে ছোবড়া বানানো হয়, বুমরাহকে বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজে সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শেষপর্যন্ত পিঠের অসারতার চোটে পড়তে হয়েছে সর্বোচ্চ ৩২ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা বুমরাহকে। যে কারণে সিডনি টেস্টে জয়ের জন্য ১৬২ রানের লক্ষ্যে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বুমরাহকে বোলিংয়ে পায়নি ভারত।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR